দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 JUN 2010
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৫...

বরিশালে বেসরকারি স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগে বাণিজ্যের অভিযোগ

■ লিটন বাশার, বরিশাল অফিস

দক্ষিণাঞ্চলের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়োগ নিয়ে ম্যানেজিং কমিটির সাথে অবৈধ লেনদেনে জড়িয়ে পড়েছেন মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা। এ ধরনের একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকজন শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল হওয়ার পর এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। অসন্তুষ্টিতে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। বিতর্কিত শিক্ষক নিয়োগ পাওয়ায় গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক স্কুলগুলোর পড়াশোনার মান কমে যাচ্ছে। জানা গেছে, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ম্যানেজিং কমিটিকে ধরনা দিতে হয় মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে। তাকে বাদ দিয়ে কখনোই শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। শিক্ষাবোর্ড ও অধিদপ্তর থেকে শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি আনার পরও সবশেষ পর্ব বাদ শিক্ষা কর্মকর্তার পিছনে ঘুরতে হয়। তিনি এতে তুষ্ট হলেও আবার নিয়োগ পরীক্ষার জন্য ছুটতে হয় দু'টি সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে। জিলাস্কুল ও সদর গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষক সকল বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। শত শত স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের জন্য এ দু'টি স্কুল সিলেকশন পাওয়া সোনার হরিণের মত। সৌভাগ্যের পর নিয়োগ পরীক্ষায় অতিক্রম নির্বাচিত হলেও মাধ্যমিক কর্মকর্তা তার পছন্দের প্রার্থী নিয়োগের জন্য প্রায়ই স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে চাপ প্রয়োগ করেন বলে অভিযোগ দিয়েছিলেন। যদিও সম্প্রতি বরিশাল সদর উপজেলার দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক কর্মকর্তার চাপিয়ে দেয়া ৪ শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করেছে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। এ নিয়ে ঐ দু'টি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। নিয়োগকে কেন্দ্র করে নিয়োগ পাওয়া ৪ শিক্ষকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি সেরে বাংলা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ম্যানেজিং কমিটির সাথে তার বিরোধ দেখা দেয়। একজন অযোগ্য ব্যক্তিকে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগের অভিযোগ এনে স্কুল কর্তৃপক্ষ তা মেনে নিতে অপারগতা প্রকাশ করে। গোপাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩ জন শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ঘটে একই অবস্থা। এ স্কুল কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নিয়োগ দেয়া ৩ শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করে পুনরায় শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। স্কুল পরিচালনা পর্ষদ জানান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার লাখ লাখ টাকা উৎকোচ নিয়ে ঐ ৩ শিক্ষককে নিয়োগ দিয়েছে। প্রধান শিক্ষক পদে তাঁরা ইংরেজী শিক্ষক চাইলেও তাদের চাপিয়ে দেয়া হয়েছে গণিতের শিক্ষক। লেবুবুনিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আফজাল হোসেন জানান, তার স্কুলেও একইভাবে একজন অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনিও নিয়োগ বাতিল করে দিয়েছেন। নগরীর পুরানপাড়া স্কুলে একইভাবে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতায় একাধিক তৃতীয় বিভাগ থাকা ঐ শিক্ষক কিভাবে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রথম হল তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পুরানপাড়া স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার আশোক রঞ্জন পুরকায়স্থ জানান, তিনি সঠিক পথেই আছেন। তদন্ত হলে সব অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হবে।